জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
৩/এ, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা-২০১৭-২০১৮
(প্রজেক্ট)
টার্মস অব রেফারেন্স (টিওআর)

১.১ ভূমিকা:

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। একাডেমির প্রধান উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণা ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করা। জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তা, একাডেমির অনুষদ সদস্য ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা/ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। একাডেমি পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগতমান উন্নয়নে গবেষণা করা। উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প, কর্মসূচী, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা, দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে নতুন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া সৃষ্টি। দেশীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুরোধে/বোর্ড অব গভর্নরস্/মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় যে কোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা।

১.২ একাডেমির ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবেঃ

"Utilization of Foreign Training of the Officials of different Training Institutes"

১.৩ গবেষণা প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

একটি গবেষণা প্রস্তাবে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

(ক) শিরোনাম ;
(খ) ভূমিকা ;
(গ) গবেষণার যৌক্তিকতা ;
(ঘ) গবেষণার উদ্দেশ্য ;
(ঙ) গবেষণার পরিধি ;
(চ) গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ);
(ছ) উপাত্ত বিশ্লেষণ/উপাত্ত উপস্থাপন পরিকল্পনা ;
(জ) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ;
(ঝ) কর্ম পরিকল্পনা/সময়সীমা ;
(ঞ) বাজেট ;
(ট) গবেষণা কার্যক্রমের পরিচালকের/গবেষকের জীবন বৃত্তান্ত।

গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা

২.১ গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ

গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ সাধারণভাবে অর্থবছরের (জুলাই-জুন) মধ্যে সীমিত থাকবে। গবেষণা পরিচালনার সময়সূচী ও তারিখ র্নিধারন বিষয়ে নিম্নলিখিত সময়সূচী ও তারিখ অনুযায়ী পরিচালিত হবে ঃ

ক. পত্রিকা/ Website/ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
খ. প্রস্তাব উপস্থাপন ঃ ১১ মার্চ, ২০১৮
গ. খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ঃ ১১ এপ্রিল, ২০১৮
ঘ. চুড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন ঃ ১৩ মে, ২০১৮

তবে একাডেমির মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

২.২ গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ

গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুকূলে দপ্তর আদেশ জারী করবেন এবং একই সময়ে প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবের অনুকূলে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রথম কিস্তির অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দপ্তর আদেশ জারীর তারিখ থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

২.৩ গবেষণার অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রমের পরিচালক/গবেষক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে গবেষণা কমিটির সভাপতির নিকট পেশ করবেন। একাডেমির গবেষণা সেমিনারে চলমান গবেষণাসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

২.৪ সেমিনারে খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন

প্রতিটি গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন একাডেমির গবেষণা সেমিনারে উপস্থাপন করা হবে। গবেষণা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সংশিষ্ট গবেষক পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদনের ১০ (দশ) কপি গবেষণা কমিটির সভাপতির নিকট ও ০৫ (পাঁচ) কপি প্রশিক্ষণ সেলে দাখিল করবেন। পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদন লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করা হবে।

২.৫ গবেষণার প্রতিবেদন অনুমোদন

প্রতিটি গবেষণার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীগণের মতামত অনুসারে গবেষণা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

২.৬ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব

একাডেমি পরিচালিত সকল গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব একাডেমির নিকট ন্যস্ত থাকবে। তবে গবেষক একাডেমির অনুমতিসাপেক্ষে তা একাডেমির বাইরে অন্য কোথাও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

২.৭ গবেষণা তথ্য প্রচার

গবেষণা পরিচালনার যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলী

৩. গবেষণা পরিচালক/গবেষকের যোগ্যতা

৩.১ গবেষণা প্রস্তাবে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি গবেষণা পরিচালনা করতে পারবেন।

৩.২ কোন গবেষণায় একাধিক গবেষক জড়িত থাকলে গবেষণা দলের সকল সদস্যকে ঐ গবেষণার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন হবার পর যদি গবেষণা পরিচালক / গবেষক অবসরে যান তবে তিনি গবেষণা শেষ করতে পারবেন অথবা তার স্থলে একাডেমির আরেকজনকে প্রতিস্থাপন করতে পারবেন। গবেষণা শেষে গবেষণা সংক্রান্ত খরচের বিল ভাউচার কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন ও সমন্বয় করতে হবে।

৩.৩ গবেষণা কার্যক্রমে **একাডেমির ০২ জন অনুষদ সদস্য যুক্ত থাকবেন যা** একাডেমির কর্তৃপক্ষ নির্ধারন করবেন।

গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৪. তহবিলের উৎস ও ব্যবহার

৪.১ একাডেমির রাজস্ব বাজেটের গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ :

গবেষণা প্রস্তাবের বাজেট হবে ভ্যাট ও আয়কর সহ অনুর্ধ্ব ৫০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা।
তন্মধ্যে ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা সেমিনার ও মূল্যায়ন ব্যয় থাকবে।

৪.২ গবেষণা পরিচালক/গবেষকের সম্মানী

৪.৩ প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক গবেষণা সহযোগী ও সদস্যগণ সম্মানী হিসেবে প্রাপ্য হবেন।

৪.৪ মূল্যায়নকারীদের সম্মানী

(ক) গবেষণা প্রস্তাব প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারী সম্মানী বাবদ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা প্রাপ্য হবেন এবং এ অর্থ একাডেমির গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মিটানো হবে।

(খ) গবেষণা শেষে প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারী সদস্যদের প্রত্যেকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হারে সম্মানী পাবেন।

৪.৫ গবেষণার বাজেট বিভাজন

গবেষণার বাজেট বিভাজনে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

(ক) গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের সম্মানী

(খ) গবেষণা সহযোগী ও সহকারীদের সম্মানী

(গ) গবেষণা সহায়তা ব্যয় (মূল্যায়নকারীদের সম্মানী, যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা, গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয়, গবেষণা সংশ্লিষ্ট সভা, খসড়া প্রতিবেদনের ১৫ (পনের) কপি মুদ্রণ ব্যয়, সভাপতি, আলোচকবৃন্দ ও র‍্যাপোর্টিয়ার-এর সম্মানী, প্রশ্নপত্র, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুনর্মুদ্রণ ব্যয়, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, জ্বালানী তেল ক্রয় ইত্যাদি)।

(ঙ) খসড়া প্রতিবেদন বিবেচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত গবেষণা সেমিনারে সভাপতি, আলোচক ও র‍্যাপোর্টিয়ার প্রত্যেকে ৩০০০/- (তিন হাজার টাকা মাত্র) হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন যা সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রমের বাজেট থেকে প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, এ অর্থ মূল্যায়ন বাবদ বরাদ্দ ৩০,০০০.০০ টাকা হতে ব্যয় হবে।

(চ) গবেষণার বিষয় অনুমোদনের পূর্বে এ সংক্রান্ত যে কোন সভায় অথবা গবেষণা সংক্রান্ত অন্য কোন সভায় যদি একাডেমি বহির্ভূত অন্য প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য উপস্থিত থাকেন তাহলে সদস্যরা ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে সম্মানী পাবেন। গবেষণার বিষয় অনুমোদনের পূর্বের ব্যয় একাডেমির গবেষণা খাত থেকে মেটানো হবে এবং গবেষণার বিষয় অনুমোদনের পরের ব্যয় সংশ্লিষ্ট গবেষণা বাজেট থেকে মেটানো হবে। এ অর্থও মূল্যায়ন বাবদ বরাদ্দ ৩০,০০০.০০ টাকা হতে ব্যয় হবে।

(ছ) অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের আলোকে সংশ্লিষ্ট গবেষণা পরিচালক/ গবেষক গবেষণার বাজেট বিভাজন (উপ-খাতসমূহ) পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) এর নিকট পেশ করবেন। প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণার বাজেট বিভাজন মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৪.৬ গবেষণা কার্যক্রমে অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ

গবেষণা কার্যক্রমের আউট লাইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রাপ্তির পর বরাদ্দকৃত তহবিলের ১ম কিস্তির টাকা ছাড় করা যাবে। সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়া সাপেক্ষে ২য় কিস্তির টাকা ছাড় করতে হবে। গবেষণা প্রবন্ধ কর্মশালায় উপস্থাপন, কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে সংশোধন এবং external evaluator- এর অনুকূল মতামত প্রাপ্তির সাপেক্ষে সর্বশেষ কিস্তির অর্থ ছাড় করতে হবে। পূর্বে গৃহিত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তি কিস্তির অর্থ প্রদান করা যাবে না।

৪.৭ প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ দুই কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তিতে অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের অনুকূলে অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে এবং গবেষণা পরিচালক/গবেষক হিসাব শাখা থেকে অধিযাচনের মাধ্যমে সকল ব্যয় নির্বাহ করবেন। গবেষণা পরিচালক/গবেষক ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ, হিসাব বিবরণী ইত্যাদি একাডেমিতে জমা দিয়ে প্রথম কিস্তিতে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করবেন। খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন সেমিনারে উপস্থাপন, গবেষণা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ১৫ কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির সভাপতির নিকট জমা দেয়ার পর হিসাব শাখা দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকী শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের অনুকূলে প্রদান করবে। গবেষণা পরিচালক/গবেষক চূড়ান্ত হিসাব, বিল, ভাউচার, রশিদ, ব্যয়বিবরণীসহ একাডেমিতে জমা দিয়ে গবেষণার হিসাব সমন্বয় করবেন। সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের

জুন মাসের পূর্বে দ্বিতীয় কিস্তির গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্ত:খাত সমন্বয় করতে পারবে।

৪.৮ প্রথম কিস্তির অর্থ থেকে সর্বোচ্চ মাত্র ৪০% ভাগ অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, গবেষণা সহযোগী ও সদস্যগণ সম্মানী হিসেবে ব্যয় করতে পারবেন।

৪.৯ গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষকদের (গবেষণা পরিচালক ও গবেষণা সহযোগীদের) লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন পত্র

(ক) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষণা পরিচালক/গবেষক, যুগ্ম-পরিচালক/যুগ্ম-গবেষক ও গবেষণা সহযোগীগণ প্রত্যেকে একাডেমীকে এই মর্মে লিখিত সম্মতি-পত্র জ্ঞাপন করবেন যে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে সংশিষ্ট গবেষণার কাজ সম্পাদনে সর্বাত্নক চেষ্টা করবেন। কোন কারণে গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানী (যদি গ্রহণ করে থাকেন) একাডেমীকে ফেরত প্রদান করবেন।

(খ) কোন গবেষক গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানী (যদি গ্রহণ করে থাকেন) একাডেমিকে ফেরত না দিলে প্রচলিত আইনানুযায়ী/PDR Act, 1913 অনুযায়ী তা আদায় করা যাবে।

(গ) অনুমোদিত গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। কোন কারণে গবেষণা কমিটির সভা আয়োজনে বিলম্ব হলে পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)-এর মাধ্যমে গবেষণা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে।

৪.১০ গবেষণা কার্যক্রমে গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা

গবেষণা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ১৫ কপি জমা না দিলে কিংবা গবেষণা পরিচালক/গবেষক কর্তৃক গবেষণা পরিত্যাজ্য হলে উক্ত গবেষণা বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং গৃহীত সমুদয় অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক একাডেমির হিসাব শাখায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। যদি কোন গবেষণার ব্যয়ভার মেটানোর পর অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা গবেষণা পরিচালক/গবেষক একাডেমিতে ফেরত প্রদান করবেন। যদি গবেষণা পরিচালক/গবেষক ও গবেষণায় নিয়োজিত অন্য কোন কর্মকর্তা ও সহকারী তাঁর/তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে গৃহীত অগ্রিম ফেরত দানে বাধ্য থাকবেন।